(চ) কোম্পানির পরিমেল বন্ধ (*Memorandum of Association*) -র ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন কার্য করা হয়।

৫) **নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা** (Suit for Injunction) ঃ

চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি চুক্তি বর্হিভূত কোন কার্য করেন তাহলে আদালত ঐ পক্ষকে ঐ রকম কার্য হতে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারি করতে পারেন।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' এর থিয়েটারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গান গাওয়ার চুক্তি করেন। চুক্তিতে এটাও স্থির হয় যে, তিনি অন্য কোথাও গান গাইবেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই 'ক' অন্য একটি ব্যক্তি 'গ'-র থিয়েটারে অধিক পারিশ্রমিকে গান গাওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত হন এবং 'খ'-র থিয়েটারে গান গাইতে অস্বীকার করেন। আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'ক' কে 'গ'-র থিয়েটারে গান গাওয়া হতে বিরত করতে পারেন [Lumely V. Wagner]।

(খ) 'ক' নামে এক অভিনেত্রী এক বৎসরের জন্য শুধুমাত্র Warner Bros-এর সঙ্গেই অভিনয় করতে চুক্তি বদ্ধ হন। সেই বছরের মধ্যেই অন্য এক সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বিচারে ধার্য হয়, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা 'ক' কে Warner Bros ছাড়া অন্য কোন সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করা হতে বিরত করা যেতে পারে।

[Warner Bros. V. Nelson]

খেসারতের প্রকারভেদ (Types of Damages)

কোন চুক্তিভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ পায়, তাকে ক্ষতিপূরণ বা খেসারত (Damage) বলে। আদালত যে তিন ধরনের খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন তা নীচে আলোচনা করা হল :

(১) **পূরক খেসারত** (Compensatory Damage) —চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে যথার্থ ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে তাকে পূরক খেসারত বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চুক্তিভঙ্গের ফলে কোন পক্ষের যদি 25,000 টাকা ক্ষতি হয়, এবং আদালত যদি চুক্তিভঙ্গকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেন যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 25,000 টাকা দিতে, তখন তাকে পূরক খেসারত বলা হবে।

(২) **নামমাত্র খেসারত** (Nominal Damage) — যে ক্ষেত্রে আদালত মনে করেন বাদীর ক্ষতির পরিমাণ বেশি নয় বা আদালতের মতে বাদী পক্ষের প্রকৃত কোন ক্ষতি হয় নি, সেক্ষেত্রে আদালত বাদী পক্ষকে ডিক্রী পাবার অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে নামমাত্র খেসারত (যেমন ১ পয়সা বা ১ টাকা) মঞ্জুর করে থাকেন।

(৩) **শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত** (Punitive, Exemplary, or Vindictive Damages) —শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই আদালত প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন। বিবাদী পক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই এরূপ শাস্তিমূলক খেসারতের আদেশ দেওয়া হয়। একে শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত বলে। সাধারণত, বিবাহের চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ও ব্যাঙ্কে টাকা থাকা সত্ত্বেও চেক ফেরত যাবার ক্ষেত্রে এই জাতীয় খেসারত বেশি লক্ষ্য করা যায়।

২(খ).৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

সংজ্ঞা : চুক্তিভুক্ত পক্ষদের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয় তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি (termination of contract) বা চুক্তির দায়মুক্তি (discharge of contract) হয়েছে। চুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অধিকার ও দায় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির দায়মুক্তি ঘটেছে। সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি বা দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

১. **চুক্তি পালন দ্বারা** (Discharge by Performance) ঃ

চুক্তিতে যা করতে বলা হয়েছে যদি তা করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বলা হয় চুক্তি পালন হয়েছে। এইভাবে চুক্তি পালন দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। চুক্তির অন্তর্গত সকল পক্ষই যখন তার চুক্তিগত দায় পালন করেন, তখন সকল পক্ষই চুক্তির দায়মুক্ত হন এবং চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিল (tender) দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। [এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

২. **সকল পক্ষের সম্মতির দ্বারা** (Discharge by Mutual Agreement) ঃ

কোন চুক্তি যেমন চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে সম্মতির দ্বারা সৃষ্টি হয়, তেমনি আবার পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বোঝাপড়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা যায়। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন চুক্তি গঠনের দ্বারা পুরনো চুক্তি পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তির পক্ষসমূহের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে চুক্তির রদকরণ (Rescision), পরিবর্তন (Alteration), নবীকরণ (Novation), মকুব (Remission), স্বেচ্ছা ও সন্তুষ্টি (Accord & Satisfaction) বা পরিহার (Waiver) দ্বারা পুরাতন চুক্তির অব্যাহতি ঘটে। চুক্তি আইনের ৬২ ধারা অনুসারে চুক্তি রদকরণ (Rescission) বা পরিবর্তন (Alteration) করা হলে মূল চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তির উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে :

(i) নবীকরণ (Novation) [৬২ ধাণা] ঃ

নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে চুক্তির নবীকরণ হতে পারে যখন—

(ক) চুক্তির পক্ষসমূহ পুরনো বিদ্যমান চুক্তির পরিবর্তে নতুন চুক্তি গঠন করেন, বা

(খ) চুক্তির পক্ষ সমূহ বিদ্যমান চুক্তি রদ করেন এবং কোন একজন নতুন পক্ষের সঙ্গে নতুন ভাবে চুক্তি গঠন করা হয়। এইরূপ ঘটনার সবথেকে পরিচিত উদাহরণ হল—যখন কোন দেনাদার (Creditor) মূল পাওনাদারের (debtor) অনুরোধে অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পাওনাদার বলে মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মূল পাওনাদার তার দায় পালন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তবে এই নবীকরণের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষের সায় প্রয়োজন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 2000 টাকার জন্য 'খ'-র নিকট ঋণী। এবং 'খ' 2000 ক্ষাকার জন্য 'গ'-র কাছে

ঋণী। সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে 'খ'-র নিকট 'ক'-র ঋণ এবং 'গ'-র নিকট 'খ'-র ঋণ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং 'গ' 'ক' কে নবীকরণের দ্বারা ঘাতকরূপে গ্রহণ করেন।

(২) 'ক' 'খ'-এর নিকট হতে 20,000 টাকা ধার করল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার চুক্তি হল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তে 'ক' 'খ'-র ঋণ পরিশোধ করতে পারল না। 'খ' 'ক'-র সঙ্গে নতুনভাবে এই চুক্তির করল যে 'ক' তাহার সুন্দর গাড়িখানি 'ক' কে দেবে, পরিবর্তে 'খ' 'ক' কে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেবে। 'ক' সম্মত হল। ফলে নবীকরণ সম্ভব হল।

(ii) পরিবর্তন (Altertion) [৬২ ধাণা] ঃ

যে ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বিদ্যমান চুক্তির এক বা একাধিক শর্ত পরিবর্তন করা হয় তখন বিদ্যমান চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে তার বাড়ি বিক্রি করার চুক্তি করেন। তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারা চুক্তির বেশ কিছু শর্ত পরিবর্তন করেন। এর ফলে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(iii) রদকরণ (Rescission) [৬২ ধাণা] ঃ

চুক্তির অন্তর্গত কয়েকটি বা সবকটি শর্ত বাতিল করা হলে বলা হয় চুক্তি রদকরণ হয়েছে। রদকরণ নিম্নলিখিত ভাবে হয়ে থাকে—

(১) চুক্তির পক্ষ সমূহের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, বা

(২) চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালন না করলে বা চুক্তি পালন করতে ব্যর্থ হলে, চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে চুক্তি রদকরণ করতে পারেন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট মূল্যে তার বাড়ি খানি বিক্রির জন্য চুক্তি করেন। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে 'ক' ও 'খ' পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা চুক্তিটি বাতিল করে দেন। এক্ষেত্রে বলা হবে, চুক্তির রদকরণ করা হয়েছে।

(২) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে 'ক' জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে একটি অলংকার প্রস্তুত করে দেবেন। এবং অলংকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ' উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করবেন। কিন্তু 'ক' নির্দিষ্ট দিনে 'খ' কে অলংকার সরবরাহ করতে পারে নি। 'খ' এখানে চুক্তি রদ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চুক্তি পালনের দায় মেটাতে হবে না, অর্থাৎ অলংকারের জন্য উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তবে 'ক'-র চুক্তি পালনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'খ' ইচ্ছা করলে চুক্তিটি স্বীকার করে নিতে পারেন।

(iv) মকুব (Remission) [৬২ ধাণা] ঃ

চুক্তিতে যা দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি ছিল তা অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়াকেই মকুব বলে। চুক্তি আইনের ৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাকে প্রতিশ্রুতির পালন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পরিহার বা মকুব করতে পারেন বা চুক্তি পালনের সময়সীমা বর্দ্ধিত করতে পারেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাঁর দাবি মকুবের জন্য কোনরূপ প্রতিদান দাবি করতে পারেন না। [Hari Chand Madan Gopal V. State of Punjab (1973)]।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছ থেকে 1,000 টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করেছিল। ঐ মাসের ৩১

তারিখে সমস্ত টাকা দেবার কথা ছিল। 'ক' মাসের শেষে (৩১ তারিখে) কেবল মাত্র 800 টাকা জোগাড় করতে পারল এবং 'খ' কে স্বীকার করতে বলল। 'খ' 'ক'-র 800 টাকা গ্রহণ করল এবং বাকি টাকার ঋণ (200 টাকা) মকুব করল।

(v) **সম্মতি ও সন্তুষ্টি** (Accord & Satisfaction) ঃ

ইংল্যান্ডের আইনে এই দুটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য জিনিষ অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি যথার্থ প্রতিদানের অভাবে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেখানে মোট পাওনা থেকে কম অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে গেছে ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দায় পালন করেছেন, সেখানে পুরাতন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। এখানে প্রাপ্য অপেক্ষা কম গ্রহণ করা "সম্মতি" (Accord) ও কম দায় পালন করা বা কম অর্থ প্রদান করাকে "সন্তুষ্টি" (Satisfaction) বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছে 500 টাকার জন্য ঋণী। 'খ' 'ক' এর কাছ থেকে 400 টাকা পাইল। 'খ' এই 400 টাকা পেয়ে তাহার দাবি মিটিয়ে নিতে সম্মত হলেন। ইংল্যান্ডের চুক্তি আইনে ইহাকে বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেহেতু 400 টাকা পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই সম্মতি ও সন্তুষ্টির দ্বারা পুরনো চুক্তির দায় শেষ হয়ে যায়।

(vi) **পরিহার** (Waiver) ঃ

চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিগত প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করেন, তাকে পরিহার বলা হয়। এইভাবে চুক্তির কোন এক পক্ষের পরিহার দ্বারা অপর পক্ষ চুক্তির দায় হতে অব্যাহতি পায়। পরিহারের ক্ষেত্রে প্রতিদান আবশ্যিক নয়।

(vii) **বিলীয়ন** (Merger) ঃ

যখন কোন চুক্তিতে একই পক্ষের ক্ষেত্রে কোন নিম্নতর অধিকার (inferior right) উহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর অধিকারের (Superior right) মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হয়, তখন নিম্ন অধিকার উচ্চ অধিকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিম্ন অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির দায় হতে উক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। একে বিলীয়ন বলে।

উদাহারণ :

(১) 'ক' 'খ'-র একটি বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা (lease) নেন। ইজারা'র সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই 'খ'-র কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এরফলে তার ইজারা স্বত্ব শেষ (লোপ) হয়ে যায়। কারণ তার নিম্নতর অধিকার (ইজারা স্বত্ব) উচ্চতর অধিকারের (মালিকানা স্বত্ব) মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

(২) 'ক' নির্দিষ্ট ভাড়ায় 'খ'-র কাছ থেকে একটি বাড়ি এক বছরের জন্য ভাড়া নেন। এক বছরের মধ্যেই 'ক' 'খ'-র থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি সমাপ্ত হল। কারণ, মালিকানা স্বত্বের মধ্যে ভাড়াটিয়ার স্বত্ব বিলীন হয়ে যায়।

(৩) **চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার দ্বারা** (Discharge by impossibility of Performance) — ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে, কোন চুক্তিতে যদি কোন অসম্ভব কার্য করার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই চুক্তি 'প্রথম হইতেই বাতিল' (void ab-initio) বলে গণ্য করা হবে। 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে 1,000 টাকার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন যদি 'খ' মাটি থেকে এক লাফে পাঁচ তলা বাড়ির ছাদে উঠতে পারেন। ইহা অসম্ভব কার্য। তাই এটি প্রথম থেকেই বালিত বলে গণ্য হবে।

অনেক সময় চুক্তি গঠনের সময় পালনযোগ্য বা বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কোন কারণে তা আর পালনযোগ্য থাকে না। অর্থাৎ, চুক্তি গঠনের সময় চুক্তি বৈধ থাকতে পারে এবং পরবর্তীকালে কোন কারণে তা নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে চুক্তি পালনের এই অসম্ভাব্যতাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা (Supervening Impossibility) বলে।

কোন কার্য করার জন্য সম্পাদিত চুক্তি যখন পরবর্তীকালে অসম্ভব হয়ে যায় বা প্রতিশ্রুতি দাতার পক্ষে নিবারণ করার ক্ষমতা নেই এমন কোন ঘটনার দ্বারা চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে যায়, তখন সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যে বিভিন্ন কারণে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা ঘটতে পারে তার কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হল :

(i) **আইনের পরিবর্তন** (Change of Law) — চুক্তি গঠনের পরবর্তী কালে আইনের কোন পরিবর্তনের ফলে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তি পালন নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' হিন্দু আইন অনুসারে পত্নীর জীবিত অবস্থায় অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির সময় বহু-বিবাহের ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তাদের বিবাহের আগেই বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) পাশ করা হয়। এক্ষেত্রে এই আইন চালু হওয়ার পর তাদের বিবাহ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

(২) 'ক' একটি গুদাম থেকে এক বস্তা গম 'খ' কে বিক্রয় করেন। কিন্তু গম সরবরাহ করার আগেই সরকার সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা (Statutory Power) দ্বারা গুদামের সমস্ত গম অধিগ্রহণ করেন। যার ফলে 'ক' গুদাম হতে গম সরবরাহ করতে পারেন নি [Re Shipton Anderson & Co.]।

(ii) **চুক্তির কোন অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়া** (Destruction of an object necessary for the performance of the contract) —

চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে এবং চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের বিনা দোষে যদি তা ঘটে থাকে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী কার্য অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে কোন পক্ষই দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ :

(১) 'C' একটি সঙ্গীত ভবন পর পর কয়েকটি কনসার্ট অনুষ্ঠানের জন্য 'T' কে ভাড়া দেয়। প্রথম কনসার্ট শুরু হবার পূর্বেই সঙ্গীত ভবনটি পুড়ে নষ্ঠ হয়ে যায়। বিচারে ধার্য হয়, চুক্তির অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চুক্তি নিষ্ফল বলে গণ্য হবে [Taylor V. Caldwell (1863)]।

(iii) **পূর্ব শর্তের ব্যর্থতা** (Failure of preconditions) —

যেক্ষেত্রে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষেরা ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হবে অথবা কোন বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত থাকবে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত না হলে বা ঐ বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত না থাকলে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু বিবাহের আগেই 'খ' আকস্মিক ভাবে হঠাৎ পাগল হয়ে যান। এক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

(২) রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের মিছিল দেখার জন্য মিছিলের রাস্তার উপর অবস্থিত কয়েকটি ঘর K এর থেকে H ভাড়া নেয়। K ও H উভয়েই ভাড়ার উদ্দেশ্য জানত। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যাভিষেকের উদ্দেশ্যে মিছিল বের হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির মূল ভিত্তিস্বরূপ ঘটনার অভাব হওয়ায় চুক্তির অব্যাহতি ঘটবে এবং K, H এর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে পারবেন না (Krell V. Henry (1903)) ।

(iv) **ব্যাক্তিগত অসামর্থ্যতা** (Personal incapacity) — যে ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কোন সেবা বা কার্যের জন্য চুক্তি করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষের ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা অসামর্থ্য বা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

উদাহরণ :

(১) এক ব্যক্তি প্রখ্যাত এক চিত্রকারকে দিয়ে তার ছবি আঁকানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ছবি আঁকার পূর্বেই আকস্মিকভাবে ঐ চিত্রকারের মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে চিত্রকারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

(২) এক ব্যক্তি একটি কনসার্টে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অংশগ্রহণ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। অংশগ্রহণের পূর্বেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তিনি কনসার্টে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিচারে ধার্য হয় যে অসুস্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় [Robinson V. Davidson]।

(v) **যুদ্ধ ঘোষণা** (Out break of War) — কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ঐ দেশের নাগরিকের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল (void ab initio)। দুই দেশের নাগরিক চুক্তিবদ্ধ হবার পর যদি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সেই চুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে স্থগিত থাকে এবং যুদ্ধ থেমে যাবার পর ঐ চুক্তি পুনরায় কার্যকর করা যায়।

২(খ).৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা নীতির ব্যতিক্রম

কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করবেন, যদি না তা পালন করা সত্যি সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাই হোক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে না :

(i) **চুক্তি পালনে অসুবিধা** (Difficulty in Perfomance) — শুধুমাত্র কিছু কারণের জন্য চুক্তি পালনের অসুবিধার জন্য চুক্তি পালন মকুব করা যায় না বা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে না।

উদাহরণ :

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে 'ক' কিছু পরিমাণ ফিনল্যান্ডের কাঠ 'খ' কে বিক্রি করেন। কোন কাঠ সরবরাহ করার পূর্বেই আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে যানবাহন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় ফিনল্যান্ড থেকে কাঠ আনা সম্ভব হয় নি। ফলত, সময়মত 'খ' কে কাঠ সরবরাহ সম্ভব হয়নি। বিচারে ধার্য হয়, শুধুমাত্র কাঠ আনার অসুবিধার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না [Blackburn Bobbin V. Allen & Sons. (1918)]।

(ii) **বাণিজ্যিক অসম্ভাব্যতা** (Commercial Imposibility) — শুধুমাত্র কাঁচামালের মূল্য

বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া, মজুরির মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বা নিম্নহারে মুনাফার আশঙ্কার কারণে চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। চুক্তিতে বিপরীত কোন মত প্রকাশিত না হলে উপরিউক্ত যে কোন ঘটনার দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি দাতাকে বহন করতে হবে।

উদাহরণ : 'ক' মুম্বাই থেকে জাহাজে করে 'খ' কে কিছু জিনিস একটি স্থানে পাঠানোর চুক্তি করেন। হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য জাহাজের ভাড়া বহুগুণে বেড়ে যায়। বিচারে স্থির হয় এরূপ ভাড়া বৃদ্ধির জন্য চক্তি পালন মকুব করা যায় না [Karl Ettlinger V. Chagandas & Co. (1915)]।

(iii) **তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতা** (Failure of Third Party) —

প্রতিশ্রুতি দাতা যার ওপর নির্ভরশীল এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তির কার্যের দ্বারা কোন চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়লে চুক্তি প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ :

'ক' 'খ' কে কিছু বস্ত্র সরবরাহ করার চুক্তি করেন। এদিকে বস্ত্র প্রস্তুতকারক 'গ'-র থেকে 'ক' বস্ত্র ক্রয় করেন। 'গ' সঠিক সময়ে বস্ত্র 'ক' কে সরবরাহ করতে না পারায় 'ক'ও সঠিক সময়ে 'খ' কে বস্ত্র সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'গ'-র ব্যর্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ' কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন [Harnandrai Fulchand V. Pragdas (1923)]।

(iv) **ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা** (Strike, Loch-out, Riots) —

ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা প্রভৃতির ন্যায় অসামরিক গোলযোগের জন্য কোন চুক্তি পালন সম্ভব না হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না এবং এই ক্ষেত্রে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না, যদি না এই মর্মে কোন শর্ত থাকে যে, এই সকল ঘটনা ঘটলে চুক্তি পালিত হবে না, বা চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে।

উদাহরণ :

লন্ডনের দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে আলজেরীয় দ্রব্যসমূহ বিক্রিয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলজেরিয়াতে অসামরিক গোলযোগ (Civil disturbance) ও দাঙ্গার জন্য ঐ দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না [Jacob Credit Lyonnats (1814)]।

(v) **একটি উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা** (Failure of one of the objects) —

অনেক সময় কোন কোন চুক্তি একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যের কোন একটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না।

উদাহরণ :

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নৌ-সমাবেশ দেখা ও সমবেত রণতরীগুলি দেখার জন্য 'ক', 'খ' এর থেকে একটি নৌকা ভাড়া নেয়। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নৌ-সমাবেশ হয় নি। কিন্তু রণতরীগুলি সমবেত হয়। ক ইচ্ছা করলেই নৌকার সাহায্যে তা দেখতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখেন নি। বিচারে ধার্য হয়, এখানে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় নি কারণ চুক্তির দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য পালন করা সম্ভবপর ছিল [Herne Bay Steamboat Co. V. Hutton (1903)]।

২(খ).৭.২উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

১. যদি চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির অন্তর্গত কোন কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বা প্রতিশ্রুতি দাতার সমার্থ্য বহির্ভুত কারণে অবৈধ হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ কার্য সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬(২) ধারা অনুসারে অসম্ভব কার্য সম্পাদন করার চুক্তির বাতিল চুক্তি।

২. যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা জানতেন বা সাধারণ ভাবেই তাঁর পক্ষে জানা উচিত ছিল যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি করেছেন তা পালন করা অসম্ভব বা অবৈধ এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার তা জানা ছিল না, তাহলে প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ার দরুন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যদি কোন ক্ষতি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা তা অবশ্যই দিতে বাধ্য থাকবেন—ধারা ৫৬(৩)।

উদাহরণ : বিবাহিত এক ব্যক্তি ভারতীয় হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও এক হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। এই চুক্তি অবৈধ বলে বাতিল হবে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলাকে এজন্য ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩. চুক্তি আইন অনুযায়ী, কোন চুক্তি যদি বাতিল বলে বোঝা যায় বা চুক্তির পরবর্তীকালে উত্তর কালীন অসম্ভাব্যতার জন্য বাতিল বলে পরিগণিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত সম্মতি বা চুক্তি অনুযায়ী যে পক্ষ সুবিধা পেয়েছে, তা অন্য পক্ষকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে বা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে—৬৫ ধারা।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার 'খ'-র পিতা 'ক' 15,000 টাকা নগদ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের পূর্বেই 'খ' আকস্মিক ভাবে মারা যান। এক্ষেত্রে চুক্তিটি 'খ'-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায়। তাই 'ক' ঐ 15,000 টাকা 'গ' কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) 'ক' টাকার বিনিময়ে 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে সম্মত হয়। ঠিক হয়, প্রতিদিন 200 টাকা হিসাবে ৭ দিন তিনি থিয়েটারে অভিনয় করবেন। পঞ্চম দিন থেকে 'ক' ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকি দিন গুলি 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'খ' 'ক' কে ঐ চার দিনের অভিনয়ের মূল্য 200 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

৪. **আইনের প্রয়োগের দ্বারা** (Discharge by Operation of Law) —

চুক্তির পরিসমাপ্তি অনেক সময়ই চুক্তির পক্ষ সমূহের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না। যেমন আইনের প্রয়োগের দ্বারা যখন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়, তখন তা চুক্তির পক্ষ সমূহের উপর কোন ভাবেই নির্ভর করে না। আইনের প্রয়োগের দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

(i) মৃত্যুর দ্বারা (by death) — যে চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা জড়িত, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির দায় মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারের উপর বর্তাবে।

(ii) বিলীয়ন দ্বারা (by merger) — যে ক্ষেত্রে একটি চুক্তি অন্য একটি চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা বিলনী হয় সেক্ষেত্রে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। (এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে)।

(iii) দেউলিয়া হওয়ার জন্য (by insolvent) —চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ যদি দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হয়, তাহলে দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বের সমস্ত দায় থেকে তিনি অব্যহতি পান।

(iv) লিখিত চুক্তির কোন শর্তের অন্যায় ভাবে পরিবর্তন (Unauthorised alteration of

the terms of the written agreement) — চুক্তির কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের সমর্থন ছাড়া যদি চুক্তির লিখিত কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কোন রকম পরিবর্তন করেন, তাহলে চুক্তির অন্য পক্ষ ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

৫. **সময় অতিক্রমনের দ্বারা** (Discharge by Lapse of Time) —

১৯৬৩ সালের তামাদি আইন (The Limitation Act, 1963) অনুসারে কোন চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। কোন ব্যক্তিকে যদি ধরে পণ্য বিক্রয় করা হয়, তাহলে ৩ বৎসর বাদে ঐ ঋণ আর আদায় করা যায় না। ঐ ৩ বৎসর পার হলে খাতক (যে ব্যক্তি ধারে পণ্য ক্রয় করেছেন) ঋণমুক্ত হন এবং পূর্বোক্ত চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

৬. **চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা** (Discharge by Breach of Law) —

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে সমর্থ হন বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হন তাহলে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তি ভঙ্গের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। (এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে)।

২(খ).৮ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করলাম :

- চুক্তি পালন কী, কে এবং কীভাবে চুক্তি পালন করে থাকেন;
- চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই চুক্তি আর পালন করতে হয় না;
- পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী;
- চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে স্থান ও সময়ের গুরুত্ব;
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন পক্ষ যদি কার্য সম্পন্ন করতে না পারে, তখন বলা হয় চুক্তি ভঙ্গ হল। নির্দিষ্ট কিছু কিছু কারণের জন্য চুক্তিভঙ্গ হয়;
- চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন;
- চুতি ভঙ্গের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিকার;
- কিভাবে বা কী কী কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে;
- উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ধারণা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়েছে বলে মনে করা হয় ও এই নীতির ব্যতিক্রম সমূহ।

২(খ).৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির পালনের ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(২) দাখিলের সংজ্ঞা দিন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলতে কী বোঝেন?

(৪) চুক্তির পরিসমাপ্তি কখন হয়?

(৫) 'পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ' বলতে কী বোঝেন?

(৬) চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে খেসারত বলতে কী বোঝেন?

(৭) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) দাখিল কাকে বলে? বৈধ দাখিলের শর্তসমূহ আলোচনা করুন।

(২) পরস্পর প্রতিশ্রুতি কাকে বলে? ইহার প্রকারভেদ উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী আলোচনা করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিপালন হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

(৪) চুক্তিভঙ্গ কে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে চুক্তির পরিসমাপ্তি হল?

(৬) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি ও এই নীতির ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করুন।

(৭) টীকা লিখুন।

(ক) দাখিল, (খ) পরস্পর প্রতিশ্রুতি, (গ) নবীকরণ, (ঘ) বিলীয়ন, (ঙ) অর্জিত পরিমাণ, (চ) পরিহার, (ছ) চুক্তি ভঙ্গ

২(খ).১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা- 2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৩ ❑ ক্ষতিপূরণ ও জামিন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তি

- ৩.৩.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার
- ৩.৩.২ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার
- ৩.৩.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

৩.৪ জামিনের চুক্তি

- ৩.৪.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান
- ৩.৪.২ জামিনের প্রকারভেদ
- ৩.৪.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার
- ৩.৪.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা
- ৩.৪.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি
- ৩.৪.৬ জামিনের চুক্তি ও ক্ষতিপূরণের চুক্তির পার্থক্য
- ৩.৪.৭ জামিনদারের অধিকার

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- ক্ষতিপূরণের চুক্তি কী;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার ও দায়;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার;
- জামিন চুক্তি কী এবং কে, কীভাবে জামিন দিয়ে থাকেন;
- জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহ;
- জামিন কত রকমের হয়;
- জামিন কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;

- জামিনদারের দায়ের সীমা;
- জামিনদারের কীভাবে দায়মুক্তি ঘটে;
- জামিনদারের অধিকার সমূহ।

৩.২ প্রস্তাবনা

চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের প্রতিশ্রুতি কার্য করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য এক ব্যক্তি চুক্তি দ্বারা প্রতিশ্রুত হয় যে, চুক্তির কোন এক পক্ষের আচরণ বা কার্য জনিত ক্ষতি থেকে চুক্তির অপরপক্ষকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষা করবেন। এইভাবে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কার্য বা আচরণের জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি দাতা এবং যাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি গ্রহীতা। উভয় পক্ষেরই নির্দিষ্ট অধিকার বর্তমান। চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ অপরের হয়ে জামিন দিয়ে থাকেন। জামিন একাধিক রকমের হতে পারে। নির্দিষ্ট উপায়ে জামিন আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। যে ব্যক্তি জামিন দেন, অর্থাৎ জামিনদারের দায়মুক্তি কীভাবে ঘটে থাকে তাও এই এককের বিষয়বস্তু। তাই এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই একক পাঠের দ্বারা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

৩.৩ ক্ষতিপুরণের চুক্তি

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, যে চুক্তি দ্বারা এক পক্ষ চুক্তির অপর পক্ষকে স্বয়ং প্রতিশ্রুতিদাতার অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির আচরণ বা কার্যজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকেই ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলে—১২৪ ধারা।

যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (indemnifier) এবং যাকে এরূপ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity Holder) বলে।

উদাহরণ :

(ক) কোন নির্দিষ্ট 1,000 টাকার জন্য C, B এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করলে B-র যা ক্ষতি হবে A তা পূরণ করার চুক্তি করল। এক্ষেত্রে A ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (Indemnifier)এবং B ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity-Holder)।

(খ) A এবং B একই সঙ্গে একটি দোকানে গেল। B দোকানদারকে বললেন যে, A যা পন্য নেবেন তার মূল্য তিনি নিজে দোকানদারকে দেবেন। এটিও একপ্রকার ক্ষতিপূরণের চুক্তি — [Goulston Discount Co. Ltd. V. Clark, (1967)]।

উপরে ক্ষতিপূরণের চুক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, (১) ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, (২) প্রতিশ্রুতিদাতা ও তৃতীয় পক্ষের আচরণ থেকে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্য ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির (express promise) দ্বারা প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে। কিন্তু অনুক্ত বা অব্যক্ত (implied) আচরণ জনিত ক্ষতি বা প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ জনিত নয় এরূপ ঘটনা বা

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে না। কিন্তু ভারতে একাধিক মামলায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, ব্যক্ত বা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আইনের ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট যে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি ১২৪ ধারায় যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করতে ইংল্যাণ্ডের আইনের নীতিসমূহ অনেক সময়ই অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, ইৎল্যান্ডের আইন এ ব্যাপারে অনেক বেশি ব্যাপক।

The Secretary of State V. Bank of India— মোকদ্দমাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন শেয়ারের দালাল একখানি সরকারি প্রত্যর্থপত্রের (Govt. Promissory Note) ধারকের (holder) স্বাক্ষর নকল (জাল) করে নিজের অনুকূলে পৃষ্ঠাঙ্কিত (Endorse) করে এবং Bank of India কে হস্তান্তর করে। ব্যাঙ্ক (দালালের কাজকর্মকে) সরল বিশ্বাসে ঐ G.P. Note-র পরিবর্তে সরকারি অফিস থেকে নতুন প্রত্যর্থপত্র (G.P. Note) সংগ্রহ করে। এদিকে ধারক (holder) সব বিষয় জানার পরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করেন ও ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। তারপর সরকার Bank of India -র বিরুদ্ধে ঐ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে। এই মোকদ্দমার বিচারপতি Lord Hulsbury রায় দেন যে, যখন এক পক্ষের অনুরোধে কেউ সরল বিশ্বাসে, অন্যায় হতে পারে, এরূপ সন্দেহ না করে কোন কার্য করেন এবং ঐ কার্যের দ্বারা যদি তৃতীয় পক্ষের অধিকার খর্ব বা হরণ হয়, তাহলে যিনি ঐ কার্য করবেন তিনি উক্ত অনুরোধকারীর (এক্ষেত্রে Bank of India) কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। এখানে অব্যক্ত ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়েছে বলা হয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

১২৪ ও ১২৫ ধারায় অসম্পূর্ণতার জন্য বোম্বাই-এর একটি বিখ্যাত মোকদ্দমায় ইংল্যান্ডের আইনের নীতি প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ আছে— (Gajanan V. Moreshar) (1942)।

৩.৩.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৫ ধারায় বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (indemnity-holder)ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার (indemnifier) কাছ থেকে নিম্নলিখিত পাওনাগুলি পেতে পারেন—

(i) যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন বিষয়ে কোন মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণ বাবদ খেসারত (damages) দেবেন;

(ii) যদি তিনি ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যে রকম কাজ করতেন বা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ অমান্য না করনে বা প্রতিশ্রুতি দাতা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উক্ত মোকদ্দমার জন্য কোন খরচ করতে বাধ্য হন, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার যাবতীয় খরচ;

(iii) প্রতিশ্রুতি দাতার ক্ষমতাবলে বা ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যা করতেন, সেরকম কিছু করলে, যা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ বিরুদ্ধ নয়, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বা আপোষের (compromise) জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৪.৩.২ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার

ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার সম্বন্ধে চুক্তি আইন ভীষণ ভাবে নীরব। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, চুক্তি আইন অনুযায়ী একজন জামিনদারের (Surety) অধিকারের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

৪.৩.৩ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৫ ধারায় ক্ষতিপূরেণর প্রতিশ্রুতি দাতার দায় বা দায়ের সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে দেশের বিভিন্ন আদালতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে, সেগুরি রায় থেকে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ একটা ধারণা জন্মায়। বিভিন্ন মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দাতাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যায় না। আবার কোন কোন মামলায় প্রকৃত ক্ষতির পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দাতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে [Osman Jamal & Sons V. Gopal]। এই মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ কথার অর্থ এমন নয় যে, তা হল অর্থ প্রদানের পর সেই অর্থ পরিশোধ করা। ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে, যাকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তিনি কোন কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করবেন এটা আশা করা হয় না ("Indemnity os not given by repayment after payment. Indemnity requires that the party to be indemnified shall never be called upon to pay")।

৩.৪ জামিনের চুক্তি

'জামিনের চুক্তি' আসলে প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তি অথবা তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হলে তার দায় পালনের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কোন তৃতীয় পক্ষ যদি তার প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ না করেন তাহলে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হবে, এই মর্মে কোন চুক্তি হলে তাকে জামিনের চুক্তি বা জামিন বলা হয়—১২৬ ধারা।

যে ব্যক্তি এভাবে তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতার জন্য প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধের জামিন দেন, তাকে জামিনদার (Surety) এবং যার কার্যের খেলাপের জন্য এরূপ জামিন দেওয়া হয় তাকে মুখ্য দেনাদাব (Principal Debtor) এবং যার নিকট জামিন দেওয়া হয়, তাকে পাওনাদার (creditor) বলা হয়।

উদাহরণ :

(ক) A 10, 000 টাকা B কে ধার দেয়। C, A কে প্রতিশ্রুতত দেয় B ধার শোধ না করলে তিনি সেই ধার (10,000 টাকা) শোধ করবেন। এখানে C জামিনদার, B মুখ্য দেনাদার এবং A হল পাওনাদার।

৩.৪.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যক উপাদনা

জামিন চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়—

(i) জামিন চুক্তিতে জামিনদার, মুখ্য দেনাদার ও পাওনাদার সকলের মত এক হতে হবে। অন্যথায় জামিন চুক্তি কার্যকর হয় না।

(ii) জামিন চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে জামিনদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন দায় থাকতে হবে। যদি কোনরূপ দায় থাকে, তাহলে জামিনের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নাবালকের ঋণের ক্ষেত্রে জামিনের চুক্তি এর ব্যতিক্রম।

(iii) জামিন চুক্তি লিখিত বা মৌখিক দুই-ই হতে পারে। এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে।

(iv) জামিন-চুক্তি ভারতীয় চুক্তি আইনের অংশ বিশেষ। সুতরাং, চুক্তি আইনের আবশ্যকীয় উপাদান গুলিও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—

(১) বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হবে। কিন্তু জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে মুখ্য-দেনাদার চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হতে পারেন। এক্ষেত্রে জামিনদারকে মুখ্য দেনাদার বলে গণ্য করা হবে এবং তিনি ব্যক্তিগত সেই দায় মেটাতে বাধ্য থাকবেন; যদিও প্রকৃত মুখ্য-দেনাদার (যেমন-নাবালক) দায়ী নাও হতে পারে। [Kashiba V. Shripat, (1895)]

(২) জামিন চুক্তিতে মূল দেনাদার যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন, তাই জামিনদারের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। তাই আলাদাভাবে জামিনদারকে কোন প্রতিদান দেবার প্রয়োজন হয় না।

৩.৪.২ জামিনের প্রকারভেদ

জামিন চুক্তির উদ্দেশ্যেই হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে ঋণ গ্রহণ, বা ধারে পণ্য ক্রয় বা চাকুরির ক্ষেত্রে জামিন দ্বারা সাহায্য করা। সাধারণ ভাবে জামিন তিন ধরনের হয়ে থাকে—

(১) ঋণ পরিশোধের জামিন;

(২) পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিন ও

(৩) চাকরির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ব্যবহার ও সততার জামিন।

জামিন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ দায় বা ঋণের জন্য হতে পারে। আবার জামিন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে হতে পারে (সরল জামিন) বা একাধিক লেনদেন সম্পর্কেও হতে পারে (অবিরাম জামিন)।

সরল জামিন (Specific guarantee) : যখন কোন জামিন কোন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন বা ঋণ সম্পর্কে হয়ে থাকে, তখন তাকে সরল বা বিনির্দিষ্ট জামিন বলে। এক্ষেত্রে, চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হলে সরল জামিন শেষ হয়।

অবিরাম জামিন (Continuing guarantee) : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৯ ধারায় বলা হয়েছে, যখন একাধিক লেনদেন সম্পর্কে জামিন দেওয়া হয়, তখন তাকে অবিরাম জামিন বলে। এই জামিন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যাহার করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জামিনদারের দায় শেষ হবে না।

উদাহরণ :

(ক) A তার জমিদারীতে B কে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত করবে এই শতে C, A এর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, B কর্তৃক সঠিক খাজনা আদায় ও অর্পনের জন্য C 10,000 টাকা পর্যন্ত দায়ী থাকবেন। এটি একটি অবিরাম জামিন।

(খ) A একজন খুচরা বিক্রেতা B কে প্রতিশ্রুতি দিল যে, C সময় সময় যা ক্রয় করবেন তার 10,000 টাকা পর্যন্ত তিনি নিজে (A) দায়ী থাকবেন। বেশ কিছু দিন পর C 800 টাকা পণ্য ক্রয় করে পরিশোধ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে A -র জামিন অবিরাম হওয়ার জন্য A, B কে ঐ 800 টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৩.৪.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার

নিম্নলিখিত উপায়ে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার হতে পারে :

(১) **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (By notice)—অবিরাম জামিনের ক্ষেত্রে জামিনদার যে কোন সময় বিজ্ঞাপ্তি (Notice) দ্বারা পাওনাদারকে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বের লেনদেন সমূহের জন্য জামিনদার অতি অবশ্যই দায়ী থাকবেন—১৩০ ধারা।

উদাহরণ : A,B -র সমর্থনে C কে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আগামী ১২ মাসের মধ্যে C 10,000 টাকা পর্যন্ত যা ধার দিবেন, B পরিশোধ করতে না পারলে A তা C কে পরিশোধ করবেন। কিন্তু ৩ মাস পর A বিজ্ঞপ্তি দ্বারা C কে অবিরাম-জামিন প্রত্যাহার করার কথা জানান। ইতিমধ্যে C, B কে 3,000 টাকা ধার দিয়েছেন। বিচারে ধার্য হয় যে, বিজ্ঞপ্তির পরবর্তীকালে C, B কে যে পরিমান ধার দেবেন তার জন্য A দায়ী হবেন না। কিন্তু B যদি ঐ 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে A তা C পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হবেন।

[Offord V. Davies, (1862)]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (By death of surety)—বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, জামিনদারের মৃত্যুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হবে—১৩১ ধারা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বেকার লেনদেনের জন্য জামিনদারের সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকবে।

(৩) **অন্যান্য উপায়ের দ্বারা** (By other modes) —

উপরে বর্ণিত দুইটি উপায় ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটি উপায়ে, সাধারণ চুক্তি যেভাবে প্রত্যাহৃত হয়, সেই একই ভাবে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

(i) নবীকরণ—৬২ ধারা।

(ii) চুক্তির মুখ্য কোন শর্ত পরিবর্তন—১৩৩ ধারা।

(iii) মুখ্য দেনাদারের দায় মুক্তি বা দায় পরিশোধ—১৩৪ ধারা।

(iv) পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন আপোষ—১৩৫ ধারা।

(v) পাওনাদারের দ্বারা এমন কার্য করা বা না করা যার জন্য জামিনদারের অধিকারের কোন ক্ষতি সাধিত হয়—১৩৯ ধারা।

(v) পাওনাদার যেক্ষেত্রে মুখ্য দেনাদার কর্তৃক বন্ধকী জিনিস হারিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে জামিনদারের দায়ের অব্যাহতি ঘটে—১৪১ ধারা।

৩.৪.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা

১. **জামিনদারের দায়ের প্রকৃতি**—জামিন চুক্তিতে অনুরূপ কোন শর্ত না থাকলে জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের সঙ্গে সমান হয়। অর্থাৎ বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে মুখ্য-দেনাদারের সম পরিমাণ দায় জামিনদারকেও বহন করতে হয়—১২৮ ধারা।

উদাহরণ : A, B এর জামিন C কে 10,000 টাকা ধার দেয়। নির্দিষ্ট সময় পরে C টাকা দিতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে B পুরো 10,000 টাকা A কে পরিশোধ করতে বাধ্য হবেন।

জামিনদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, যার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্য-দেনাদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ আছেন। অর্থাৎ, জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের থেকে কম বা বেশি হয় না। কিন্তু বিশেষ চুক্তি দ্বারা জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের দায় থেকে কম হতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই বেশি হতে পারে না। চুক্তিবহির্ভুত কোন কারণের জন্যই জামিনদারকে দায়ী করা যায় না। যদি বিপরীত কোন শর্ত না থাকে, তবে পাওনাদার প্রাপ্যের জন্য প্রথমেই মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা না করে সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে পারেন। এটা অবশ্য পাওনাদারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

২. **জামিনদারের দায়ের সীমাবদ্ধতা**—যদিও সাধারণ ভাবে জামিনদারের দায় মুখ্য-দেনাদারের সঙ্গে সমান, তথাপি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জামিনদার তার দায়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। মুখ্য দেনাদার ব্যর্থ হলে জামিনদার সেই সীমাবদ্ধ মূল্য পর্যন্তই দায়বদ্ধ থাকবেন। মুখ্য দেনাদারের কোন কার্যের দ্বারাই জামিনদার এই সীমাবদ্ধ দায়ের চেয়ে বেশি মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না।

উদাহরণ : A, B কে 5,000 টাকা মূল্যের পন্য সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে B-র অনুকূলে C, A কে 3,000 টাকা পর্যন্ত জামিন দেন। B টাকা দিতে অসমর্থ হন। এক্ষেত্রে 3,000 টাকার জন্য A -র কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩.৪.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি

জামিনদার যখন তার দায় পালন থেকে অব্যাহতি পান, তখন বলা হয় দায়মুক্তি ঘটেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে জামিনদারের দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

(১) **প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (by notice of revocation) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (by death of surety) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(৩) **চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা** (by change interms of contracts) —জামিনদারের বিনা সম্মতিতে যদি চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন করা হয়, তবে চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের পরবর্তী কাজ

কর্মের জন্য জামিনদার দায়মুক্ত হন। কিন্তু শর্ত পরিবর্তনের পূর্ববর্তী কাজ কর্মের জন্য জামিনদার অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে জামিনদার অনেকগুলি কাজের জন্য দায়বদ্ধ, সেক্ষেত্রে কোন একটির চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা সবকটির দায় পালন করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র যে চুক্তিটির শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছে (জামিনদারের বিনা সম্মতিতে) সেটির দায়বদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়—১৩৩ ধারা।

(৪) **মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি** (Discharge of principal) — পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন চুক্তি দ্বারা বা পাওনাদারের কোন কার্য দ্বারা মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি ঘটলে জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন—১৩৪ ধারা।

(৫) **মুখ্য-দেনাদারের সঙ্গে আপোষ দ্বারা** (By compounding with principal debtor) — যেক্ষেত্রে জামিনদারের বিনা সম্মতিতে পাওনাদার মূল দেনাদারকে মোট ঋণের খানিক অংশ মকুব করেন, বা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, বা মামলা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হয়ন—১৩৫ ধারা।

(৬) **বিলম্বের দ্বারা** (By delay) —পাওনাদার তার প্রাপ্যের জন্য মামলা করতে দেরি করলে জামিনদার দায়মুক্ত হন না। কিন্তু যদি এব্যাপারে কোন চুক্তি হয়ে থাকে তবে এরূপ বিলম্বের দ্বারা জামিনদার তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন—১৩৭ ধারা।

(৭) **পাওনাদারের এমন কোন কার্য বা কার্যের বিরতি যার দ্বারা জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়** (By creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy)—পাওনাদার যদি এমন কিছু কার্য করেন যা জামিনদারের অধিকার বিরুদ্ধ বা পাওনাদারের যে কাজ করা কর্তব্য ছিল তা থেকে বিরত ছিলেন এবং এর পরিণামে মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়, তাহলে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্তি পাবেন—১৩৯ ধারা।

(৮) **জামানত নষ্টের জন্য** (By loss of security) —মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে যে জামানত (socurity) রেখেছিলেন তা যদি পাওনাদার কোন নষ্ট করেন বা জামিনদারের বিনা সম্মতিতে কাউকে দিয়ে দেন তাহলে জামানতের মূল্য পর্যন্ত জামিনদারের দায় হ্রাস পাবে—১৪১ ধারা।

(৯) **মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায়** (Guarantee obtained by misrepresentation) —পাওনাদার যদি মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায় করে থাকেন তবে জামিনদার ঐ দায় পালন হতে অব্যহতি পান—১৪২ ধারা।

(১০) **তথ্য গোপন দ্বারা** (By concealment of fact) — কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে পাওনাদার যদি জামিন চুকি করে থাকেন, তবে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্ত হন—১৪৩ ধারা।

(১১) **সহ-জামিন পাওয়ার ব্যর্থতা** (Failure of co-surety to join a surety) — যেক্ষেত্রে যুগ্ম বা সহ-জামিন চুক্তির শর্ত ছিল, সেক্ষেত্রে সহ-জামিন (co-surety) চুক্তিভুক্ত না হলে জামিন চুক্তি কার্যকরী হয় না। তাই এক্ষেত্রে জামিন চুক্তির কোন দায় সৃষ্টি হয় না—১৪৪ ধারা।

৩.৪.৬ ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

ক্ষতি পূরণের চুক্তি	জামিন চুক্তি
(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে, যথা- ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি-দাতা ও ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা।	(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে তিনটি পক্ষ থাকে, যথা- (১) জামিনদার, (২) মুখ্য দেনাদার, ও (৩) পাওনাদার।
(ii) এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি দাতার দায় মুখ্য (Primary) এবং স্বাধীন, অর্থাৎ অন্য কারও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর এই চুক্তি পালন নির্ভর করে না।	(ii) এক্ষেত্রে জামিনদারের দায় হল গৌন (Secondary)। মূল দেনাদার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সেই দায় জামিনদারের উপর বর্তায়।
(iii) ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অনুরোধ অনুসারে প্রতিশ্রুতি দাতার কার্য করার প্রয়োজন হয় না।	(iii) দেনাদারের অনুরোধ অনুসারে জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।
(iv) কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকেই ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়।	(iv) জামিন চুক্তিরক্ষেত্রে পাওনাদারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করার পর জামিনদার প্রয়োজনে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন
(v) এক্ষেত্রে একটি মাত্র চুক্তি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার মধ্যে।	(v) এক্ষেত্রে তিনটি চুক্তি বর্তমান যথা— (১) জামিনদার ও পাওনাদারের মধ্যে; (২) জামিনদার ও দেনাদারের মধ্যে ও (৩) দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে;
(vi) যেক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি সংঘটিত হয়, তখন ক্ষতিপূরণের চুক্তি কার্যকরী হয়, অন্যথায় নয়।	(vi) এক্ষেত্রে আগে থেকেই বর্তমান কোন দায়ের জন্যই জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।

৩.৪.৭ জামিনদারের অধিকার

সাধারণত জামিনদারের তিন ধরনের অধিকার থাকে—

(১) পাওনাদারের বিরুদ্ধে;

(২) মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে;

(৩) সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে;

(১) **পাওনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against creditor) — পাওনাদার যতক্ষন না তার পাওনার জন্য মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি জানাচ্ছেন জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় পরিশোধ করতে বাধ্য নন। তবে এক্ষেত্রে পাওনা দাবি করতে গিয়ে পাওনাদারের কোন খরচ হলে জামিনদার সেই ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

জামিনদার যে ক্ষেত্রে সততার জামিন (fidelity guarantee) দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির জন্য জামিন দিয়েছেন তার কোন অসততা প্রমাণিত হলে তার নিয়োগ বাতিল করার জন্য নিয়োগকর্তাকে (employer) অনুরোধ করতে পারেন।

যে মুখ্য পাওনাদারের দেনাদারের নিকট থেকে কিছু পাওনা থাকে, সেক্ষেত্রে জামিনদার তা পাওনাদারের কাছ থেকে দাবি করতে পারেন বা দায় পরিশোধ করার সময় তা মোট পাওনা থেকে বাদ দিতে পারেন [Bechevaise V. Lewis, (1872)]।

অনেক সময় চুক্তি সম্পাদনের সময় মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে জামানত (security) রেখে থাকেন। জামিনের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে জামিনদার সেই জামানতের সুবিদা ভোগ করেন। জামিন চুক্তি সম্পাদনের সময় জামিনদার এই জামানত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা তা এক্ষেত্রে অবান্তর—১৪১ ধারা।

উদাহরণ : A, B-র জামিনের ভিত্তিতে C কে 5,000 টাকা ধার দেয়। A, C-র থেকে ইহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক (pledge) রেখেছেন। C কিছুদিন পর দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হয়। A প্রাপ্য অর্থের জামিনদার B-র বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচারে ধার্য হয়, C কর্তৃক যে সম্পত্তি A -র কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল, তার সমপরিমাণ মূল্য তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পারে।

(২) **মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against principal debtor) — জামিনদার যখন প্রতিশ্রুতি মত তার সমস্ত দায় পরিশোধ করেন তখন তিনি পাওনাদারের সেই সকল অধিকারগুলি ভোগ করেন, ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে যেগুলি পাওনাদার মুল দেনাদারের বিরুদ্ধে ভোগ করতেন—১৪০ ধারা।

জামিনদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায় পরিশোধ করার পূর্বে দেনাদারকে এই বলে জোর করতে পারেন যে, তিনি যেন পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধ করে তাকে দায় পালন হতে মুক্ত করেন।

জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে নিহিত (implied) প্রতিশ্রুতি থাকে যে, মুখ্য দেনাদার জামিনদারকে যথার্থ ক্ষতিপূরণ করবেন এবং জামিনদার যা যথার্থ ভাবে খরচ করবেন, তা তিনি মুখ্য দেনাদারের থেকে আদায় করতে পারবেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাওনাদারকে দায় (ঋণ) পরিশোধ করার পর তিনি মুখ্য দেনাদারের পাওনাদার হিসাবে পরিগণিত হন।

উদাহরণ : A, B কে ধার দেন C -র উপযুক্ত জামিনের পরিপ্রেক্ষিতে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে A, C -র থেকে টাকা ফেরত চান। C তা দিয়ে অস্বীকার করেন। A, C -র বিরুদ্ধে মামলা করেন। যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার জন্য C এই মামলা লড়তে সম্মত হন। বিচারের রায় অনুসারে C মূল দাবি ও মামলার খরচ A কে দিতে বাধ্য হন। C এই সমপরিমাণ টাকা B-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণে C যদি মামলা না লড়ে থাকেন, তাহলে তিনি শুধুমাত্র মূল দাবির অর্থই পাবেন, মামলা সংক্রান্ত কোন খরচ B এর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।

(৩) **সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against co-sureties) —যখন কোন ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি হিসাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জামিন দিয়ে থাকেন, তাদের সহ-জামিনদার বলা হয়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা নিজ নিজ প্রতিশ্রুত অংশের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। অবশ্য কোনরূপ শর্ত না থাকলে সহ-জামিনদাররা সমান ভাবে দায়বদ্ধ থাকেন—১৪৬ ধারা।

উদাহরণ : (ক) G_1, G_2 এবং G_3 তিন জন একত্রে C এর নিকট D এর জন্য জামিন দেন। C, D কে 3,000 টাকা ঋণ দেন। নির্দিষ্ট সময়ে D টাকা দিতে ব্যর্থ হন। কোনরূপ চুক্তি না থাকায় D-র এর ঋণ G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে সমপরিমাণ অর্থাৎ ১,০০০ টাকা করে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে একত্রে C -এর নিকট D-র জন্য জামিন দেন। C, D কে A6,000 টাকা ঋণ দেন। তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেন যে, G_1 — ১/৬, G_2 — ১/৩ ও G_3— ১/২ অংশের জন্য দায়ী থাকবেন। D নির্দিষ্ট সময় পরে সেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে, এই দায় গিয়ে পড়ে সহ-জামিনদারদের উপর। এক্ষেত্রে G_1 এর দায় 1000 টাকা, G_2 এর দায় A 2000 টাকা, এবং G_2 এর দায় 6000 টাকা।

যেক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের জন্য জামিন দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়ের সীমার মধ্যে তারা সমান ভাবে দায় বন্টন করে নেবেন—১৪৭ ধারা।

যখন পাওনাদার কোন একজন সহ-জামিনদারকে দায় পালন হতে অব্যাহতি দেন, তখন অন্যান্য সহ-জামিনদাররা দায় পালন হতে অব্যাহতি পান না। আবার, যে সহ-জামিনদার দায় পালন হতে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনি কিন্তু তার অন্য সহ-জামিনদারের কাছে অন্য ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে পারেন—১৩৮ ধারা।

উদাহরণ :

(ক) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর হয়ে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1, G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,000 টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 4,000 টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে, G_1 1000 টাকা এবং G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,5000 টাকার দায়বদ্ধ থাকবেন।

(গ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা ও 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর নিকট জামিন দেন। D তার মোট ঋণের 6,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1 1000 টাকা, G_2 2000 টাকা ও G_3 A3000 টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩.৫ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- ক্ষতিপূরণের চুক্তি কখন ও কীভাবে গঠিত হয়;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতা ও গ্রহীতার অধিকার;
- এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতাকে কী পরিমাণ দায় বহন করতে হয়;
- জামিন চুক্তির প্রয়োজনীয়তা;
- জামিন চুক্তিকে বৈধরূপে গ্রহণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান;
- জামিনদার কীভাবে দায়মুক্ত হন;
- জামিনদারের দায়ের সীমা।

৩.৬ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১. ক্ষতিপূরণের চুক্তি কাকে বলে?

২. প্রতিশ্রুতিদাতা বলতে কাকে বোঝায়?

৩. প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কাকে বলা হয়?

৪. জামিন চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

৫. জামিনদার বলা হয় কাকে?

৬. জামিন কত রকমের হতে পারে?

৭. অবিরাম জামিন বলতে কী বোঝায়?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১. ক্ষতিপূরণের চুক্তি কখন ও কীভাবে গঠিত হয় বর্ণনা করুন।

২. ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা ও গ্রহীতার অধিকার ও দায়গুলি আলোচনা করুন।

৩. জামিন চুক্তি কাকে বলে? এই ধরনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী?

৪. বৈধ জামিন চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

৫. জামিনদার কাকে বলে? তিনি কীভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন?

৬. ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৭. জামিনদারের অধিকার সমূহ বর্ণনা করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৪ ❑ পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রকৃতি

৪.৩ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

৪.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

৪.৫ চুক্তি গঠন

৪.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

৪.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত

৪.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের পার্থক্য

৪.৬.২ অনুক্ত শর্ত

৪.৭ স্বত্ব হস্তান্তর

৪.৭.১ মালিক নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর

৪.৮ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

৪.৯ ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

৪.১০ নিলাম বিক্রয়

৪.১১ সারাংশ

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- পণ্য বিক্রয় আইন কী ও এর প্রয়োজনীয়তা
- স্বত্ব হস্তান্তর কী
- নিলাম বিক্রয় কী

৪.১ প্রস্তাবনা

পণ্য বিক্রয় একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি ১৯৩০ সালে চালু হয় এবং এর নাম পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০। এই আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন বিভিন্ন পণ্যের সংজ্ঞা, মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত, নিলাম বিক্রয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ বিক্রয়ের চুক্তির প্রকৃতি

পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এই আইনে আলোচনা করা হয়েছে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি অন্যান্য সাধারণ চুক্তির মতোই এক ধরনের চুক্তি। অবশ্য সাধারণ চুক্তির সঙ্গে পণ্য বিক্রয় চুক্তির কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি, কিন্তু সাধারণ চুক্তি যে কোনো বিষয়ে সম্পাদিত হতে পারে।

২। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। সাধারণ চুক্তিতে ইহা নাও হতে পারে।

৩। প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থ সবদাই পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রতিদান, কিন্তু সাধারণ চুক্তিতে এরূপ নাও হতে পারে।

এই সব পার্থক্য থাকার জন্যে ১৯৩০ সালে ভারতীয় চুক্তি আইন থেকে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ধারাসমূহ প্রত্যাহার করে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা যায়। এই আইনের নাম পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০।

৪.৩ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

১। ক্রেতা [২(১) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে বা ক্রয় করার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে ক্রেতা বলে।

২। বিক্রেতা [২(১৩) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করে বা বিক্রয় করবার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে বিক্রেতা বলে।

৩। মূল্য [২(১০) ধারা] — পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থকে প্রতিদান বলা হয়।

৪। স্বত্ব [২(১১) ধারা] — পণ্যের উপর সাধারণ মালিকানাকেই স্বত্ব বলা হয়।

৫। অর্পণ [২(২) ধারা] — এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির নিকট দখলের স্বেচ্ছা প্রদত্ত হস্তান্তরকে অর্পণ বলা হয়।

৬। পণ্য [২(৭) ধারা] — অর্থ এবং মোকদ্দমাযোগ্য দাবি ছাড়া অন্যান্য সব রকমের অস্থাবর সম্পত্তিকে পণ্য বলা হয়। যেমন সম্ভার (Stock), শেয়ার ও জমিতে যে সব দ্রব্য, জন্মায়, বাণিজ্য চিহ্ন (Trade maak), গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy-right), সুনাম (Goodwill), জল, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে পণ্য হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৪.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান বিষয় পণ্য নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পারে।

১। বিদ্যমান পণ্য ২। ভবিষ্যৎ পণ্য ৩। ঘটনাসাপেক্ষ পণ্য।

১। **বিদ্যমান পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের সময় যে সকল পণ্যের মালিকানা ও দখল বিক্রেতার হাতে থাকে সেই সকল পণ্যকে বিদ্যমান পণ্য বলা হয়।

বিদ্যমান পণ্য আবার দুই প্রকারের হতে পারে ঃ

ক) **নির্দিষ্ট পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনকালে যে সকল পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যার সম্পর্কে সম্মতি পাওয়া গেছে তাকে নির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়।

খ) **অনির্দিষ্ট পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় যে সকল পণ্য নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, শুধুমাত্র সাধারণ বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে তাকে অনির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়।

২। **ভবিষ্যৎ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের পর বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্য উৎপাদিত, সংগৃহীত, অর্জিত বা নির্মিত হয় তাকে ভবিষ্যৎ পণ্য বলে।

ক, খ এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করল যে আগামী জানুয়ারী মাসে ক-এর চিড়াকলে যত চিড়া উৎপন্ন হবে তা খ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করবে।

৩। **ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্যের সংগ্রহ এমন একটি ঘটনার উপর নির্ভর করে যা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে তাকে ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য বলা হয়।

ক একটি মেশিন খ-কে বিক্রয় করতে সম্মত হল যদি ক ঐ মেশিনটির বর্তমান মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে। ইহাই ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.